بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর
মিডিয়া কার্যালয়,
উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

حزب التحرير
HIZB UT TAHRIR

নং: ১৪৩৫-১২/০২ | শুক্রবার, ২৩ জিলহজ্ব, ১৪৩৫ হিজরী | ১৭-১০-২০১৪ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এবং পবিত্র হজ্ব নিয়ে লতিফ সিদ্দিকীর অবমাননাকর মন্তব্যের বিরুদ্ধে হিযবুত তাহ্‌রীর-এর প্রতিবাদ সমাবেশ

শেখ হাসিনার কুফর সরকারের ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী লতিফ সিদ্দিকীর ধৃষ্টতাপূর্ণ এবং অবমাননাকর মন্তব্যের বিরুদ্ধে **হিযবুত তাহ্‌রীর** আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং সিলেটের বিভিন্ন মসজিদ প্রাঙ্গণে একাধিক প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করে। সমাবেশে বক্তাগণ বলেন, তার কোন শাস্তি হবে না জেনেই লতিফ সিদ্দিকী এরূপ ধৃষ্টতা দেখিয়েছে। সে শুধু জানতোই না বরং এ ব্যাপারে নিশ্চিত ছিল; হাসিনা সরকার যে তাকে এই অপরাধের জন্য গ্রেফতার ও শাস্তি দিবে না, এ ব্যাপারে সে পূর্ণ অবগত ছিল। কারণ, ইসলামের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ হচ্ছে এই সরকারের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য যা সে ক্ষমতা গ্রহণের প্রথম দিন থেকে পৃষ্ঠপোষকতা এবং লালন-পালন করে আসছে। এই সরকার যে কাউকে ইসলামকে আক্রমন করার লাগামহীন স্বাধীনতা দিয়েছে এবং একই সময়ে ইসলামের দাওয়াহ্ বহনকারীদেরকে দমন করেছে। হাসিনা স্বয়ং নিজে বিশ্বব্যাপী এটা বলে তার সরকারের শ্রেষ্ঠত্বের গুণ-কীর্তন গেয়ে বেড়াচ্ছে যে, একমাত্র তার সরকার হচ্ছে বাংলাদেশে ইসলামের উত্থান ঠেকানোর একমাত্র অবলম্বন, যাকে সে ঔদ্ধত্যপূর্ণভাবে "সন্ত্রাসবাদের উত্থান" হিসেবে আখ্যা দিচ্ছে। সুতরাং তারপরও কিভাবে আশা করা যায় সরকার এই নীচ ব্যক্তিকে শাস্তি দিবে? বরং উল্টো, যখন সে তার মন্তব্যের ব্যাপারে ঔদ্ধত্যপূর্ণভাবে অননুতপ্ত, তখন সরকার তাকে জনরোষ এবং শাস্তির হাত থেকে বাঁচাতে তার প্রতিটি পদক্ষেপের ব্যাপারে দিকনির্দেশনা প্রদান করছে। সুতরাং তাকে দেশে ফিরিয়ে এনে শাস্তি দেয়ার পরিবর্তে তাদের পক্ষ থেকে পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত তারা তাকে দেশের বাইরে থাকার পরামর্শ দিচ্ছে।

হে মুসলিমগণ!

একমাত্র খিলাফতই লতিফের মতো এমন কুলাঙ্গারকে কঠোর শাস্তি প্রদান করবে। আমরা দেখতে পাচ্ছি, কোন সাধারণ জনগণ যদি শেখ হাসিনা কিংবা তার পিতাকে, যাকে সে জাতির পিতা বলে ডাকে, "কটুক্তি" করে তবে তৎক্ষনাৎ হাসিনা তাকে গ্রেফতার করে এবং শাস্তি দেয়। কারণ এটা তার নিকট অত্যন্ত মূল্যবান বিষয়। অন্যদিকে সে রাসূল (সাঃ) এবং দ্বীন সম্পর্কে কটুক্তিকারী ব্লগারদের শাস্তির দাবিকারী ওলামাদের শাপলা চত্বরে হত্যার নির্দেশ দেয়। কোথায় সেই শাসক যার নিকট সেটাই মূল্যবান যা আপনাদের নিকট মূল্যবান? কোথায় সেই শাসক, যার নিকট আল্লাহ্, তাঁর রাসূল (সাঃ) এবং দ্বীন ততটাই প্রিয় যতটা আপনাদের নিকট প্রিয়? আর এই শাসক খলিফা ছাড়া আর কেউ নন, যিনি রাসূল (সাঃ), ইসলাম এবং মুসলিমদের সম্মান রক্ষায় দ্রুত পদক্ষেপ নিবেন। সুতরাং এই বিষয়ে কালবিলম্ব না করে খিলাফত রাষ্ট্র পুণঃপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আপনাদের শাসক হিসেবে একজনকে খলিফা নিয়োগ দেয়া আপনাদের কর্তব্য। নতুবা, পূর্বের বহুবারের মত এবারও কিছু সময়ের জন্য আপনারা প্রতিবাদ করবেন এবং আপনাদের কর্মশক্তি স্তিমিত হতে না হতেই আরেক লতিফ তার ঘৃণ্য মাথা উচু করবে এবং এভাবেই তা চলতে থাকবে অথবা আরও খারাপ কিছু হবে।

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর মিডিয়া কার্যালয়, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

https://www.facebook.com/PeoplesDemandBD2